- 8 JAN 2017

পৃষ্ঠা ১৭ ... ৬

ত্রিশালে ৮৩ প্রাথমিক স্কুলে নেই প্রধান শিক্ষক

ত্রিশাল প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ১৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৩টিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে। ব্যাহত হচ্ছে লেখাপড়া ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ, মামলা চলমান, অন্যত্র বদলি ও মৃত্যুজনিত কারণে পদগুলো শূন্য হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের।

জানা গেছে, উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৮৩টিতে প্রধান শিক্ষক নেই চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। ৪৮টি স্কুলে বহুদিন ধরে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় স্কুলগুলোতে লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষক সংকটের ফলে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম। এছাড়া কুষ্টিয়া ২য় খণ্ড, চরমাধাখালী, চরমাধাখালী নতুন চর, ধলা নামাপাড়া, অলহরি দুর্গাপুর, খাগাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দুই থেকে তিন জন শিক্ষক দিয়ে কোনো রকম চলছে পাঠদান। যার ফলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা থেকে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের সংকটের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকরা বিমুখ হয়ে তাদের সন্তানদের স্থানীয় কিন্ডারগার্টেনগুলোতে ভর্তি করাচ্ছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার সৈয়দ আহমদ জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ায় তাদের পদোন্নতি সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে হওয়ার কথা।

মামলাজনিত কারণে শতকরা ৬৫ ভাগ কোটায় তাদের পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। সরকার চাইলে চলতি দায়িত্ব দিয়ে স্কুলের সমস্যাগুলো সমাধান করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আনতে পারে। শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।